অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড
ক্রেডিট পলিসি এন্ড ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন
প্রধান কার্যালয়,ঢাকা

নির্দেশ পরিপত্র নং-সিপিসিআরএমডি/ ১৬০ তারিখ ঃ ১৫/১০/২০১৭

মহাব্যবস্থাপক/উপ-মহাব্যবস্থাপক/
সহকারী মহাব্যবস্থাপক/ব্যবস্থাপক
অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর সকল শাখা
বাংলাদেশ ।

বিষয় ঃ সরকারি ভাতা প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিশেষ ঋণ কর্মসূচী সংক্রান্ত সংশোধিত নীতিমালা।

সরকারি ভাতা প্রাপ্ত দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিশেষ ঋণ কর্মসূচী সংক্রান্ত নীতিমালার বিষয়ে নির্দেশ পরিপত্র নং - সিপিসিআরএমডি/১৩২ তারিখ ১৬-১১-২০১৬, সিপিসিআরএমডি/১৪২ তারিখ ০৪-১২-২০১৬,নির্দেশ পরিপত্র নং সিপিসিআরএমডি/ ১৪৩ তারিখ ০৪-১২-২০১৬, নির্দেশ পরিপত্র নং সিপিসিআরএমডি/ ২৩ তারিখ ২৮-০২-২০১৭ এবং নির্দেশ পরিপত্র নং সিপিসিআরএমডি/ ৪৮ তারিখ ০২-০৫-২০১৭ এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে । বর্ণিত প্রথম নীতিমালা ও সময়ে সময়ে সন্নিবেশিত সংশোধনী গুলো একত্রিত করে প্রস্তুতকৃত সংশেধিত নির্দেশ পরিপত্র পরিচালনা পর্ষদের ২৭-০৯-২০১৭ ইং তারিখের ৫২৬ তম সভায় ১১৫৮/১৭ স্মারকমূলে নিম্নরূপে অনুমোদিত হয়েছে ঃ

০২। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিশেষ ঋণ কর্মসূচী সংক্রান্ত নীতিমালা ঃ

(১) ঋণের নাম ঃ সরকারি ভাতা প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিশেষ ঋণ কর্মসূচী।

(২) ঋণের প্রকৃতি ঃ মেয়াদী ঋণ ।

(৩) ঋণের উদ্দেশ্য ঃ

(ক) সুবিধা বঞ্চিত ও অসহায় মুক্তিযোদ্ধা বা শহীদ/মৃত/যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধার স্বামী/স্ত্রী/পুত্র/কন্যা-কে স্বল্প সুদে ও সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণ সুবিধা প্রদান।

(খ) মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযোদ্ধার পরিবারের সদস্যগণকে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে জাতীয় উৎপাদনে অবদান রাখার সুযোগ সৃষ্টি।

(গ) সর্বোপরি Corporate Social Responsibility(CSR) এর আওতায় সামাজিক দায়িত্ব পালন।

(৪) ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা ঃ

(ক) ঋণ আবেদনকারীকে অবশ্যই প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা অথবা শহীদ/মৃত/যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধার স্বামী/স্ত্রী/পুত্র/কন্যা হতে হবে; মুক্তিযোদ্ধা (যুদ্ধাহতসহ) মুক্তিযোদ্ধার স্বামী/স্ত্রীকে অবশ্যই মুক্তিযোদ্ধা ভাতা গ্রহীতা হতে হবে; তবে অন্য কোন ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে অনুরূপ ঋণ গ্রহণকারীগণ এ ঋণ পাওয়ার যোগ্য হবেন না। প্রাপ্তব্য ভাতার সর্বোচ্চ ৬০% ঋণের কিস্তি হিসেবে বিবেচনা করে ঋণ প্রাপ্তি যোগ্যতা নির্ধারন করা হবে।

(খ) শহীদ/মৃত/যুদ্ধাহত একান্নভুক্ত মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র উপযুক্ত একজন আলোচ্য ঋণ পাবার যোগ্য হবেন। তবে একই পরিবারে একাধিক মুক্তিযোদ্ধা থাকলে তাদেরকে পৃথক বিবেচনা করা যাবে।

(গ) যে কোন বয়সী সরকারি ভাতা প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাগণ এ ঋণ পাবার যোগ্য হবেন।

(০৫) মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রমাণপত্র ঃ

(ক) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রলানয়ের সচিব কর্তৃক স্বাক্ষরিত এবং মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত সনদ অথবা

(খ) চেয়ারম্যান, কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কর্তৃক স্বাক্ষরিত এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত সনদ।

চলমান পাতা -২

(০৬) মুক্তিযোদ্ধার স্বামী/স্ত্রী/পুত্র/কন্যা হিসেবে প্রমাণপত্র ঃ

চেয়ারম্যান,কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল,বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কর্তৃক স্বাক্ষরিত প্রমানপত্র অথবা স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান,পৌরসভার কাউন্সিলর/মেয়র এবং সিটিকর্পোরেশন এর কাউন্সিলর/মেয়র কর্তৃক প্রদত্ত সনদ পত্র।

(০৭) ঋণের আবেদন গ্রহণ, প্রক্রিয়াকরণ ও মূল্যায়ণ ফি ঃ

একজন মুক্তিযোদ্ধা বা শহীদ/মৃত/যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধার স্বামী/ স্ত্রী/ পুত্র/কন্যা এ কর্মসূচীর আওতায় ঋণ গ্রহণের আগ্রহী হলে এ ব্যাংকের যে শাখা হতে ভাতা গ্রহণ করেন সে শাখা ব্যবস্থাপক বরাবরে আবেদন করতে হবে। এ কর্মসূচীর আওতায় ঋণ আবেদন ও মূল্যায়ণ বাবদ কোন প্রকার ফি গ্রহণ করা যাবে না।

(০৮) আবেদনপত্রের সাথে দাখিলতব্য কাগজপত্র ঃ

(ক) নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে ।

(খ) অনুচ্ছেদ -৫ এ বর্ণিত মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রমাণপত্র।

(গ) অনুচ্ছেদ -৬ এ বর্ণিত শহীদ/মৃত/যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধার স্বামী/স্ত্রী/পুত্র/কন্যা হিসেবে প্রমাণপত্র(শহীদ/মৃত/যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধার স্বামী/স্ত্রী/পুত্র/কন্যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)।

(ঘ) মুক্তিযোদ্ধা ভাতা গ্রহীতা হিসেবে প্রমাণপত্র(শাখার ভাতা প্রদানকারী কর্মকর্তা বা ব্রাঞ্চ ম্যানেজার কর্তৃক সত্যায়িত)।

(ঙ) ঋণগ্রহীতার জাতীয় পরিচয় পত্র/পাসপোর্টের (যদি থাকে) সত্যায়িত ফটোকপি।

(চ) ঋণ আবেদনকারীর ০২(দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি।

(০৯) ঋণসীমা ঃ সর্বোচ্চ ৫,০০,০০০.০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা।

(১০) ঋণের মার্জিন ঃ প্রযোজ্য নয়।

(১১) ঋণের মেয়াদ ঃ ঋণের ১ম কিস্তি বিতরণের তারিখ হতে সর্বোচ্চ ০৫(পাঁচ) বছর। তবে ঋণসীমা ঋণগ্রহীতার ঋণ পরিশোধ সক্ষমতা বিবেচনায় ০৫ (পাঁচ) বছরের মধ্যে যে কোন মেয়াদের জন্য ঋণ প্রদান করা যাবে। ০১(এক) বছর মেয়াদে ঋণ প্রদান করা হলে সম্পূর্ণ ঋণ সমন্বয়ের পর বিধি মোতাবেক পুণরায় ঋণ প্রদান করা যাবে।

(১২) সুদের হার ঃ সুদের হার ৮% সরল সুদে। তবে ব্যাংক কর্তৃক সুদের হার পরিবর্তন করা হলে পরিবর্তিত হারে ঋণের কিস্তির পরিমাণ পুনঃ নির্ধারিত হবে এবং সে অনুযায়ী কিস্তি আদায়যোগ্য হবে। নিয়মিত কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ ধার্য্য হবে।

(১৩) ঋণ মঞ্জুরী ক্ষমতা ঃ যে কোন ঋণসীমা(সর্বোচ্চ ৫.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত) সংশ্লিষ্ট শাখা প্রধান হিসেবে কর্মরত মহাব্যবস্থাপক,উপ-মহাব্যবস্থাপক,সহকারী মহাব্যবস্থাপক মঞ্জুর করতে পারবেন। এসপিও এবং নিম্ন পদমর্যাদার শাখা ব্যবস্থাপকদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অঞ্চল প্রধান মঞ্জুরি প্রদান করবেন।

(১৪) ঋণের জামানত ঃ

(ক) ৩০০/- টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প পেপারে ঋণ গ্রহীতার ব্যক্তিগত জামিননামা(গ্যারান্টি) নিতে হবে।

(খ) ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা স্বরূপ ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে সম্পূর্ণ ঋণসীমার মেমোরেন্ডাম অব ডিপোজিট অব চেক সম্পাদনপূর্বক একটি স্বাক্ষরিত অগ্রিম তারিখযুক্ত চেক গ্রহণ করতে হবে।

(গ) ঋণগ্রহীতার উত্তরাধিকারীদের নিকট থেকে প্রাপ্তব্য ভাতা অথবা অন্যান্য উৎস থেকে ঋণগ্রহীতার অবর্তমানে ব্যাংক দেনা পরিশোধ করার অঙ্গীকারসহ তাদের ব্যক্তিগত জামিননামা নিতে হবে।

(ঘ) ভাতা প্রদানকারী ব্যাংকের অনুমতি/অনাপত্তি ছাড়া ব্যাংক পরিবর্তন করতে পারবে না মর্মে গ্রাহকের অঙ্গীকারনামা গ্রহণ করতে হবে।

চলমান পাতা-৩

(১৫) মুক্তিযোদ্ধা ভাতা হিসাব লিয়েন ঃ আলোচ্য ঋণের বিপরীতে মুক্তিযোদ্ধা ভাতা হিসাব লিয়েন করতে হবে। ঋণ হিসাবে কোন কিস্তি খেলাপী হলে সংশ্লিষ্ট ভাতা হিসাব হতে তা সম্পূর্ণ/আংশিক আদায়/সমন্বয় করার পর অবশিষ্ট থাকলে তা ভাতা গ্রহীতাকে প্রদান করা যাবে। ঋণ হিসাবে আদায়যোগ্য / ওভারডিউ কিস্তি থাকা অবস্থায় ভাতা হিসাব হতে উত্তোলন সুবিধা প্রদান করা যাবে না। এ লক্ষ্যে ঋণ বিতরণের পূর্বেই ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে লেটার অব লিয়েন ও লেটার অব অথরিটি স্বাক্ষর ও সম্পাদন করে নিতে হবে।

(১৬) ঋণের বিপরীতে গৃহীতব্য দলিলাদি ঃ

(১) ডিপি নোট
(২) লেটার অব ডিসবার্সমেন্ট
(৩) লেটার অব এ্যারেঞ্জমেন্ট
(৪) লেটার অব অথরিটি
(৫) লেটার অব লিয়েন
(৬) কিস্তি পত্র।
(৭) ৩০০/-(তিন শত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প পেপারে ঋণ পরিশোধের জন্য ঋণগ্রহীতার ব্যক্তিগত জামিননামা(গ্যারান্টি)।

(১৭) ঋণ বিতরণ পদ্ধতি ঃ মঞ্জুরিকৃত ঋণের টাকা সরাসরি ঋণ গ্রহীতার সঞ্চয়ী/চলতি হিসাবে জমাকরণের মাধ্যমে (এককালীন) বিতরণ করতে হবে । কোন অবস্থাতেই নগদ অর্থ প্রদান করা যাবে না।

(১৮) ঋণ পরিশোধ পদ্ধতি ঃ ঋণ বিতরণের ০৩ মাস পর হতে কিস্তি আদায় শুরু হবে। সঞ্চয়ী/চলতি হিসাবে জমাকৃত ভাতা হতে ঋণের মাসিক কিস্তির টাকা আদায় করতে হবে।

(১৯) ঋণের রিপোর্টিং কোড ঃ সরকারিভাবে ভাতা প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সর্বোচ্চ ৫,০০,০০০/= টাকা মেয়াদী ঋণের রিপোর্টিং এর জন্য পৃথক কোডে রিপোর্ট করতে হবে।

(২০) ঋণ বিতরণকারী শাখা ঃ অগ্রণী ব্যাংকের যে সকল শাখা হতে মুক্তিযোদ্ধাগণকে মুক্তিযোদ্ধা ভাতা প্রদান করা হয়ে থাকে কেবলমাত্র সে সকল শাখাসমূহ আলোচ্য ঋণ বিতরণ করতে পারবে। কোন অবস্থাতেই ঋণ হিসাব এক শাখা হতে অন্য শাখায় স্থানান্তর করা যাবে না।

(২১) ঋণ শ্রেণীকরণ ও প্রভিশনিং ঃ বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা ও ব্যাংকের প্রচলিত বিধি মোতাবেক আলোচ্য ঋণের শ্রেণীকরণ ও প্রভিশনিং করতে হবে।

(২২) ঋণ আদায় ঃ আলোচ্য কর্মসূচীর আওতায় বিতরণকৃত ঋণ/কিস্তি যাতে খেলাপী/শ্রেণীকরণ হয়ে না পড়ে সে জন্য শাখা প্রধান/ঋণ কর্মকর্তা কর্তৃক নিবিড় তদারকি,নিয়মিত ফলোআপ ও মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। কোন ঋণ হিসাবে মাসিক কিস্তি আদায়যোগ্য হওয়ার পূর্বেই ঋণগ্রহীতার সাথে যোগাযোগ করে যথাসময়ে কিস্তি আদায় নিশ্চিত করতে হবে।

(২৩) অন্যান্য শর্তাবলী ঃ

(ক) ঋণগ্রহীতা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ/যথাসময়ে কিস্তি আদায় না হলে শাখা লিয়েনকৃত ভাতা হিসাব হতে ঋণের কিস্তি আদায় করতে হবে।
(খ) যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে পিতা/মাতার সম্মতিপত্র গ্রহণ করতে হবে।
(গ) সকল কাগজ পত্র প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসার/সংশ্লিষ্ট শাখার ম্যানেজার কর্তৃক (নাম পদবীযুক্ত সীলমোহরসহ) সত্যায়িত হতে হবে।
(ঘ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঋণ/কিস্তি আদায়ের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার সাথে শাখা প্রধান/ঋণ কর্মকর্তা কর্তৃক নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে।
(ঙ) একটি ঋণ বিদ্যমান থাকা অবস্থায় পুনরায় ঋণ প্রদান করা যাবে না।

চলমান পাতা-৪

বিষয় ঃ সরকারি ভাতা প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিশেষ ঋণ কর্মসূচী সংক্রান্ত সংশোধিত নীতিমালা।

(চ) ঋণ হিসাবে বকেয়া বিদ্যমান থাকা অবস্থায় মুক্তিযোদ্ধা ভাতা হিসাব কিংবা ঋণ হিসাব এক শাখা হতে অন্য শাখায় স্থানান্তর করা যাবে না।

(ছ) ভাতাভোগী সংশ্লিষ্ট ঋণ গ্রহীতার মৃত্যু হলে তার উত্তরাধিকারী/ ভাতাভোগী কর্তৃক সুদসহ যথানিয়মে সমুদয় দায় পরিশোধ করতে হবে।

(জ) নিয়মিত ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে চক্রবৃদ্ধি হারে ঋণের সুদ হিসাবায়ন করতে হবে।

(ঝ) ঋণগ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি অধিকারপত্র গ্রহন করতে হবেযে,ভবিষ্যতে মুক্তিযোদ্ধা ভাতা অন্য শাখায় স্থানান্তর করা যাবে না। যদি বিশেষ কারণে স্থানান্তর করা হয় তাহলে স্থানান্তরিত শাখা হতেও কিস্তি কর্তন করে ঋণ হিসাবে জমা করার অধিকার ঋণদাতা শাখা সংরক্ষণ করবে।

(ঞ) ঋণগ্রহীতার হালনাগাদ সিআইবি(অনধিক ২মাস অর্থাৎ ৬০ দিন) রিপোর্টের ভিত্তিতে ঋণ মঞ্জুরি/বিতরণ করতে হবে।

০৩। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিশেষ ঋণ এর হিসাবায়নের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কোড ব্যবহার করতে হবে ঃ

(১) মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিশেষ ঋণ এ রেকর্ডভূক্তকরণের ক্ষেত্রে ঋণ ও অগ্রিম খাতে কোড নাম্বার ২০৫০১০৭২৩ ।

(২) মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিশেষ ঋণ এ সুদ রেকর্ডভূক্তকরণের ক্ষেত্রে আয় খাতে কোড নাম্বার ৪০১০১০৭২৩ ।

০৪। এমতাবস্থায়, সরকারি ভাতা প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিশেষ ঋণ কর্মসূচীর সংশোধিত নীতিমালা সম্পর্কিত পরিচালনা পর্ষদের উপরোক্ত সিদ্ধান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসরণ/পরিপালন নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো। উল্লেখ্য,ইতোপূর্বে জারীকৃত নির্দেশ পরিপত্র নং- সিপিসিআরএমডি/১৩২ তারিখ ১৬-১১-২০১৬ , সিপিসিআরএমডি/১৪২ তারিখ ০৪-১২-২০১৬ ,নির্দেশ পরিপত্র নং সিপিসিআরএমডি/ ১৪৩ তারিখ ০৪-১২-২০১৬, নির্দেশ পরিপত্র নং সিপিসিআরএমডি/ ২৩ তারিখ ২৮-০২-২০১৭ এবং নির্দেশ পরিপত্র নং সিপিসিআরএমডি/ ৪৮ তারিখ ০২-০৫-২০১৭ বাতিল বলে গন্য হবে।

(মোঃ আমিনুল হক)
উপ-মহাব্যবস্থাপক

(মোঃ আব্দুস সালাম মোল্যা)
মহাব্যবস্থাপক

বিতরণঃ

১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মহোদয়ের সচিবালয়,অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড,প্রধান কার্যালয়,ঢাকা ।
২। উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়-১,২,৩ ও ৪ অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড,প্রধান কার্যালয়,ঢাকা ।
৩। সকল মহাব্যবস্থাপক,অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড।
৪। উপ-মহাব্যবস্থাপক ও কোম্পানী সচিব,কোম্পানী এ্যাফেয়ার্স এন্ড বোর্ড ডিভিশন, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড,প্রধান কার্যালয়,ঢাকা ।
৫। সকল বিভাগীয় প্রধান, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড,প্রধান কার্যালয়,ঢাকা ।
৬। উপ-মহাব্যবস্থাপক ও পরিচালক,অগ্রণী ব্যাংক ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট,১৮৩ সাত মসজিদ রোড,ধানমন্ডি,ঢাকা।
৭। উপ-মহাব্যবস্থাপক, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড,সকল সার্কেল,বাংলাদেশ।
৮। সকল অঞ্চল প্রধান, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড,আঞ্চলিক কার্যালয়,বাংলাদেশ।
৯। উপ-মহাব্যবস্থাপক ,অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড,আইটি এন্ড এমআইএস ডিভিশন ,প্রধান কার্যালয়,ঢাকা,সকল শাখায় প্রেরনের জন্য।